Economics Generic (Fourth Semester)
Development Economics
Nurkse's Theory of Balanced Growth

একটি স্বল্পোন্নত দেশ কিভাবে উন্নত হতে পারে তাই নিয়ে অর্থনীতিবিদরা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রবর্তন করেছেন। এই মতবাদগুলির নিরিখে দুই ধরনের তত্ত্ব গড়ে উঠেছে – অসম উন্নয়ন তত্ত্ব ও সুষম উন্নয়ন তত্ত্ব।

Hirschman, Singer, Kurihara ইত্যাদি অর্থনীতিবিদগণ অসম উন্নয়নের সমর্থক। তাঁরা মনে করেন স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা হল উৎপাদনশীল উপকরণের স্বল্পতা কারণ এই সব দেশে মূলধনের পরিমাণ খুবই কম। এছাড়া দক্ষ শ্রমিক ও দক্ষ উদ্যোগপতির অভাবে বড় ধরনের বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিনিয়োগ প্রথমে সেই সব প্রকল্পে করতে হবে যেখানে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের উপর প্রভাব সবচেয়ে বেশি হবে। সুতরাং অসম উন্নয়ন তত্ত্ব অনুযায়ী সব ক্ষেত্রে এক সাথে বিনিয়োগ না করে ধাপে ধাপে বিনিয়োগ করলে একটি অনুন্নত দেশকে উন্নত করা সম্ভব। অবশ্য সুষম উন্নয়নের যারা প্রবর্তক যেমন Rosenstein-Rodan, Ragnar Nurske এবং Arthur Lewis তারা মনে করেন যে একটি অনুন্নত দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই সঙ্গে বিনিয়োগ করলে একটি অনুন্নত দেশ উন্নতি করতে পারে।

অধ্যাপক নার্কস মনে করেন যে স্বল্পোন্নত দেশের অনুন্নতির কারণ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। এই চক্র ভাঙতে হলে এই অর্থনীতিবিদ মনে করতেন সুষম উন্নয়নের প্রয়োজন।

নার্কস মনে করতেন যে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের পিছনে একটি বড় কারণ হল বিনিয়োগের প্রবণতা কম। বিনিয়োগের অভাবে, বাজারের আয়তন সীমিত বা সংকীর্ণ। অর্থনীতিতে যদি কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত হয়, তাহলে খালি সেই ক্ষেত্রটি উন্নতি করে আর অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি অবহেলিত থেকে যায়। সংকট তখনই দেখা দেয় যখন অবহেলার জন্য বা বিনিয়োগের অভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি প্রথম ক্ষেত্রটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে উন্নত হতে পারে না। প্রথম ক্ষেত্রটিতে দ্রব্য উৎপাদিত হলেও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে সৃষ্ট চাহিদার অভাবে, দ্রব্যগুলির অভিপ্রেত বিক্রি ঘটবে না। ~~অর্থাৎ~~ যেমন কৃষি ক্ষেত্র ও শিল্প ক্ষেত্র। কৃষি ক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত নিয়ে শিল্প ক্ষেত্রের প্রসারণ ঘটে। আবার শিল্প ক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষ কৃষি ~~ক্ষেত্রের~~ দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। অনুরূপ ভাবে কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষ শিল্প ক্ষেত্র এবং তার উৎপন্ন দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কৃষি ক্ষেত্র ও শিল্প ক্ষেত্র একে অন্যের

পরিপূরক। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প ও কৃষি — এই উভয় ক্ষেত্রে একসাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে বিনিয়োগ করা দরকার যাতে এই অনুন্নত অর্থনীতিতে সুষম উন্নয়ন ঘটে। আমরা নার্কসের সুষম উন্নয়ন তত্ত্ব থেকে এই উপসংহারে উপনীত হই যে সব ক্ষেত্রে অর্থাৎ সমস্ত প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে যদি একসাথে বিনিয়োগ করা যায়, তাহলে চাহিদার অবিভাজ্যতার সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব যায় ফলে একটি স্বল্পোন্নত দেশ উন্নতি করতে পারে।

সুষম উন্নয়ন তত্ত্বটি সে'র নিয়মের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। সে'র নিয়মে বলা হয়েছে 'যোগান নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে'। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে চাহিদার অভাবই দেশগুলির অর্থনীতিকে স্বল্পোন্নত করে রাখে। সুতরাং চাহিদা যদি প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ করে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়, তাহলেই সুষম উন্নয়ন পদ্ধতি অনুন্নত দেশগুলির জন্য কাম্য উন্নয়ন পন্থা হয়ে উঠবে।

সীমাবদ্ধতা :-

১। অনুন্নত দেশে মূলধনের অভাবে সব সময় সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

২। বাস্তবে অনুন্নত দেশগুলিতে সব কটি ক্ষেত্রে একরকম ধরনের অনুন্নতি বা উন্নতি দেখা যায় না অর্থাৎ সব কটি ক্ষেত্র একই সাথে একই অনুন্নতির স্তরে অবস্থান করে না। সুতরাং কোন ক্ষেত্রে কতটা বিনিয়োগ প্রয়োজন তা সুষম উন্নয়ন তত্ত্বে জানা যায় না।

৩। অনুন্নত দেশগুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ করার ফলে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদার দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে উপাকরণের দাম বৃদ্ধি পায় ও দেশে ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

৪। সুষম উন্নয়ন চালাতে হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্ট চাহিদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র :-

জয়দেব সরখেল, শেখ সেলিম, অনিন্দ্য ভুক্ত ; অর্থনৈতিক উন্নয়ন – প্রতিষ্ঠান, তত্ত্ব, প্রয়োগ ; 2009.